অনেক সময়ই উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সবসময়ই যে বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হবে এমন নয়। প্রয়োজনে সর্বদাই সংবাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোনো দুর্ঘটনা কভার করতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ওই বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া যায়।

একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে যখন বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং তাঁদের দেওয়া মতামত ও প্রতিক্রিয়ার সূত্র ধরে একটি সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তাকে বলে আলোচনামূলক সাক্ষাৎকার (Symposium interview)। এই সাক্ষাৎকারে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনাই প্রধান হয়ে ওঠে। একই ধরনের প্রশ্ন অনেকের কাছে রাখা হয়। জানার চেষ্টা থাকে সকলে ওই প্রশ্নগুলিকে কী ভাবে নিচ্ছে এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে। সাধারণ নির্বাচনের সময় সংবাদপত্র বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রের ওপরে যে সমীক্ষা চালায় তাতে এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে বাজার যাচাই-এর (market survey) পদ্ধতির মিল রয়েছে। সাধারণ বাজেট সংসদে পেশ হবার পর সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যও এই ধরনের সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করা হয়।

সাক্ষাৎকার বললেই আমাদের মনে যেটা আসে তা হল কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়া। সংবাদপত্রে, রেডিও ও টেলিভিশনে এই সাক্ষাৎকার আমরা প্রায়শই দেখে থাকি। এর নাম বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার (personality interview)। সংবাদের শিরোনামে আসতে পারে এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য। এই সাক্ষাৎকার এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্যই অনেক সাংবাদিক বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। ভাল সাক্ষাৎকার নেবার জন্যই তাঁদের খ্যাতি। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার জগতের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে এই ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বেশ অনেকটা সময় নিয়ে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আরও নানান টুকরো প্রাসঙ্গিক কথা জানার চেষ্টা করা হয়। এমন কথাই জানতে চাওয়া হয় যা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সত্যজিৎ রায়ের বহু সাক্ষাৎকার সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এই সমস্ত সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে বিশাল প্রতিভাধর মানুষটির সম্পর্কে এমন অনেক কিছু পাঠককে, শ্রোতাকে ও দর্শককে জানানো হয়েছে যা আগে মানুষ জানত না। এমন অজানা অনেক বিষয় এই সাক্ষাৎকার উপহার দিতে পারে মানুষকে। সাধারণ মানুষের এই কৌতূহল ও আগ্রহ মেটানোর মধ্যেই রয়েছে তার সংবাদমূল্য।



টেলিফোনেও অনেক সময় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারকে টেলিফোন সাক্ষাৎকার বলে অভিহিত করা হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যায় টেলিফোনের মাধ্যমে। প্রতিবেদক টেলিফোনে প্রশ্ন রাখেন। সংবাদসূত্রের কাছে জানতে চান কোনো একটি সংবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, প্রয়োজনীয় অভিমত। অনেক সময় সংবাদসূত্র নিজেকে দূরে রাখতে চায়। এসব ক্ষেত্রে টেলিফোন সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসূ এবং সাহায্যকারী।

ডাক ও তার মারফতও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হতে পারে। সুনির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্ন প্রতিবেদক ডাক বা তারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে যাঁর তাঁর কাছে। প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেন সেই ব্যক্তি। তারপর ওই উত্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদক সংবাদ রচনা করেন। ১৯৪৮ সালে বার্লিন অবরোধের সময় International News Service-এর J. Kingsbury Smith প্যারিস থেকে কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন মস্কোয় স্টালিনের কাছে। উত্তরও পেয়েছিলেন এবং এই উত্তরমালা পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছিল।

একজন সফল প্রতিবেদক অবশ্যই জানবেন কি করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়। কারণ তাঁর কর্মপরিধির অনেকখানি জুড়ে আছে এই সাক্ষাৎকার। প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে সংবাদসূত্রের সঙ্গে কথা বলে সংবাদের জন্য তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁকে জেনে নিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য খুব অল্প সময় পাওয়া যায় (such talks between reporters and their sources generally take place on short notice—John Hohenberg)। এইরকম তাৎক্ষণিক সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য প্রতিবেদককে সব সময় তৈরি থাকতে হয়। বাজেট পেশের পর, সাধারণ নির্বাচনের সময় অনেক সময়ই তাঁকে বহু মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনে নিতে হয় তাঁদের ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রতিক্রিয়া কী। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মাঝে মাঝে তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারও নিতে হয়। কী ভাবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে হবে সে সম্পর্কেও তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকবে এবং যে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেবার জন্য তিনি তৈরি থাকবেন।

একটি ভাল সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যিনি সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করছেন তাঁর দক্ষতার ওপরে। এই দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করা যায়। সফলভাবে সাক্ষাৎকার নেবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

(১) **অনুকূল প্রভাব (Favourable impression) :** সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রতিবেদককে অনুকূল প্রভাব ফেলার জন্য মনোযোগী হওয়া দরকার। অনুকূল প্রভাব বলতে বোঝায় এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যেখানে উত্তরদাতা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর

Scanned by CamScanner

ভালভাবে দেবার চেষ্টা করেন, সবসময় সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকে এবং সাক্ষাৎকারদাতার কাছে যেন গোটা ব্যাপারটা এক মনোরম অভিজ্ঞতা হয়। এই প্রভাব সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজন শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সুন্দর ব্যবহার ইত্যাদি। প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বিতর্ক তোলার চেয়ে উত্তরদাতার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাঁকে অবশ্যই বোঝানো দরকার যুক্তিগ্রাহ্য যে কোনো কিছুই সাংবাদিক মেনে নিতে রাজি।

(২) **সঠিক পদ্ধতি (Appropriate technique) :** প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি ঠিক করতে হয়। ছাত্র আন্দোলনের সময় একজন ছাত্রের সাক্ষাৎকার যেভাবে নেওয়া হবে তা কখনওই প্রযোজ্য হবে না দেশে নবনিযুক্ত কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে। প্রতিবাদী ছাত্রের বক্তব্যে থাকবে ক্ষোভ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জঙ্গী মনোভাব। অনেক কিছু বলার আছে তাঁর এটা মনে রাখতে হবে। কোনো ভাবে তাকে প্রভাবিত না করে সরাসরি এবং সোজাসুজি প্রশ্ন করাই হল সঠিক পদ্ধতি (probably the best way to deal with him is to use a straightforward approach with no attempt to influence—T. E. Berry)। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যখন হবে তাঁর পদমর্যাদাকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে। কূটনীতিকদের কাছ থেকে সব সময় সোজাসুজি উত্তর পাওয়া যায় না। সুকৌশলে সঠিক উত্তরটি বার করে আনতে হয়।

(৩) **পাঠকের প্রতিনিধি (Asking the reader's question) :** সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রতিবেদকের মনে রাখা দরকার যে তিনি পাঠকের প্রতিনিধি। পাঠকদের কাছ থেকে আসা সম্ভাব্য প্রশ্নগুলিই তিনি রাখছেন সাক্ষাৎকারের সময় (The reporter interviewes in order to ask the questions his reader might ask—T. E. Berry)। পাঠকরা সাধারণত সাক্ষাৎকারের সময় জানতে চান যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাঁর নাম, ঠিকানা, পেশা, ব্যক্তিগত পছন্দ, বর্তমান কাজকর্ম ইত্যাদি। প্রতিবেদক সব সময়ই জানেন তাঁর কাগজের পাঠকের রুচি পছন্দ ও চাহিদা। কোনো প্রশ্ন করলে তাঁর পাঠকের কৌতূহল ও চাহিদা পূরণ করা যাবে তা তিনি অবশ্যই আন্দাজ করতে পারবেন এবং সেইমতো প্রশ্ন করবেন।

(৪) **রুটিনমাফিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া (Avoiding routine) :** একটি ভাল সাক্ষাৎকার পেতে হলে রুটিনমাফিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া উচিত। গতানুগতিক প্রশ্ন হলে সাক্ষাৎকারের অভিনবত্ব ও আকর্ষণ কমে যায়। পাঠক সব সময়ই অভিনব ও নতুনত্বের সন্ধানে থাকে। সংবাদপত্রের যে কোনো বিষয়েই এই নতুনত্বের ছোঁয়া থাকা দরকার। সাক্ষাৎকারও এই নিয়মের বাইরে নয়। তবে সংবাদ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক প্রশ্নই করতে হয়। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে অভিনবত্ব থাকা দরকার। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারে এই অভিনবত্ব



ও বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থাকে। সাক্ষাৎকারকে যদি ফিচার স্টোরির পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে অবশ্যই এমন প্রশ্ন করা দরকার যা পাঠককে লেখাটি আগাগোড়া পড়তে উৎসাহিত করবে।

(৫) **প্রাক্-সাক্ষাৎকার যোগাযোগ (Pre-interview contact) :** সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে অবশ্য করণীয় যে কাজগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম হল যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা। কখন কোথায় সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে সেটা ঠিক করা উচিত। অনেক সময় সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে সাক্ষাৎকারদাতাকে অবহিত করা হয়। উদ্দেশ্য হল বিস্তারিত তথ্য ও অন্যান্য উপকরণ তিনি যাতে গোছাড় করে রাখতে পারেন। আজকাল টেলিফোনেই এই যোগাযোগ করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে অনেক আগে থাকতেই যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারদাতার সম্মতি আদায় করলে ভাল হয়।

(৬) **প্রস্তুতি (Preparation) :** সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা থাকলে কাজ অনেক সহজ ও সুবিধাজনক হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেবার আগে ওই ব্যক্তি ও তাঁর কাজকর্মের বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহ করা দরকার। প্রয়োজনমতো বইপত্র, পুরোনো খবরের কাগজ দেখে ওই ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদ পরিচিতি সংগ্রহ করলে প্রশ্ন নির্বাচন করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। কিভাবে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হবে সে বিষয়ে আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করা থাকলে একটি পরিকল্পিত পথ ধরে সাক্ষাৎকারটি অগ্রসর হতে পারে এবং একটি নিখুঁত মনোরম সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ অনেকখানি সহজ হয়।

সাক্ষাৎকার নেবার সময় খুব সতর্কভাবে নোট নেওয়া দরকার। প্রতিবেদক তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী নোটবুকে লিখে নেবেন সকল প্রয়োজনীয় তথ্য, উদ্ধৃতি ও পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথা। উত্তরদাতার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথাও লিখে রাখা দরকার। প্রত্যেকটি উত্তর যথাসম্ভব সঠিকভাবে লিখে নিতে হবে। পরে এই নোটবই সামনে রেখেই প্রতিবেদক লিখতে বসবেন তাঁর সাক্ষাৎকার রচনাটি। একই সঙ্গে নোট নেওয়া ও আলোচনা চালানো বেশ অসুবিধাজনক। তাই আজকাল সাক্ষাৎকার নেবার সময় টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। টেপে গোটা সাক্ষাৎকারটি অনুপুঙ্খভাবে তোলা থাকছে। পরে টেপ চালিয়ে লিখে নেওয়া অনেক সহজ।

সাক্ষাৎকার কিভাবে লেখা হবে তা নির্ভর করছে লেখক ওই সাক্ষাৎকারকে কিভাবে ব্যবহার করছেন তার উপর। সংবাদ সাক্ষাৎকারকে সাধারণত সংবাদ কাহিনি (news story)-তে ব্যবহার করা হয়। সেখানে সংবাদসূত্রের উদ্ধৃতি ও মন্তব্য উল্লেখ করে সংবাদ কাহিনি তৈরি করা হয়। অন্য সূত্র থেকে সংগৃহীত উপকরণ সেখানে থাকে। আবার কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে নেওয়া সাক্ষাৎকারকে ফিচার স্টোরি করা যেতে পারে। এখানে গোটা সাক্ষাৎকারটিকে সৃজনশীল রচনাশৈলীর মাধ্যমে পরিবেশন করেন

Scanned by CamScanner

লেখক। এই সাক্ষাৎকার প্রধানত দু'ভাবে লেখা যায়। প্রশ্ন ও উত্তরকে পরপর সাজিয়ে লেখা যায়। এ রকম রচনার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া ও সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ভালভাবে বর্ণনা করা যায় না। অনেক সময় উত্তরের পাশে ছোট করে ব্র্যাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে। 'উচ্চহাসি' অথবা 'উত্তেজিত' ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হল গল্পের মতো করে লেখা। প্রশ্ন ও উত্তরগুলোকে লেখার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই ধরনের রচনায় সাক্ষাৎকারের পরিবেশটি সুন্দরভাবে ধরা যায়। এক ধরনের অন্তরঙ্গ মেজাজ বজায় থাকে।

সাক্ষাৎকার লেখা শেষ হলে একটি সুনির্বাচিত শিরোনাম দেওয়া দরকার। যে কোনো সংবাদ রচনার মতো এখানেও শিরোনামের গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ শিরোনামটিই পাঠক আগে দেখবে। অতএব শিরোনামের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা থাকা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরোনাম দেওয়া হয় উত্তরদাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো উক্তিকে তুলে নিয়ে এসে। উক্তির মধ্যে যদি নাটকীয়তা থাকে তাহলে তা পাঠকের কাছে সহজেই আবেদন রাখবে।

ভাল সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রতিবেদকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও পারদর্শিতার উপরে। প্রতিদিন কাজের মধ্য দিয়ে একজন প্রতিবেদক অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এই কাজে। অভিজ্ঞতাই মানুষকে ত্রুটি মুক্ত করে এবং সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

---

Scanned by CamScanner

# সাক্ষাৎকার

সাংবাদিকতার আলোচনায় এক প্রয়োজনীয় অংশ হল সাক্ষাৎকার। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন সকল মাধ্যমেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদের উৎস লুকিয়ে আছে সাক্ষাৎকারের মধ্যে। তথ্য ও বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে, এবং নতুন কোনো তথ্যের উন্মোচনে সাক্ষাৎকারই হল সবচেয়ে সহজ উপায় যার উপরে একজন প্রতিবেদক নির্ভর করতে পারেন। সাক্ষাৎকার একটি সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। সংবাদপত্রের চেয়ে রেডিও ও টেলিভিশনে এই বিশ্বাসযোগ্যতার পরিমাণ হয় আরও বেশি। কারণ সেখানে শ্রোতা এবং দর্শক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটিকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানকে বর্ণনা ও উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়।

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। সাংবাদিক প্রশ্ন করেন আর যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তিনি উত্তর দেন। প্রশ্ন করা হয় কোনো ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, বক্তব্য ও মতামত জানার জন্য। তাঁর পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতাও প্রকাশিত হয় সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে। এমন প্রশ্ন করা হয় যাতে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শক সকলেই তার অংশীদার হয়। উত্তর যা পাওয়া যাবে তাও যেন তাঁদের সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে। সংবাদের উৎস যেমন সাক্ষাৎকারের মধ্যে নিহিত থাক, তেমনি অনেক সময় একটি সমগ্র সাক্ষাৎকারেরও নিজস্ব সংবাদমূল্য থাকে। প্রধানমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন বিশেষ অভিমত ও প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। তাঁর এই অভিমত ও প্রতিক্রিয়া অনেক সময়ই সংবাদ হয়ে ওঠে। এখানে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অনেক তথ্য, প্রতিক্রিয়া ও অভিমত জানা যায়। এখানে গোটা সাক্ষাৎকারটির সংবাদমূল্য রয়েছে।

সাক্ষাৎকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমটি হল সংবাদ সাক্ষাৎকার (news interview), সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এই ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। প্রতিদিন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিবেদক সংবাদ সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করেন। মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। প্রতিবেদক প্রশ্ন করেন, তাঁরা উত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংবাদ কাহিনির উপকরণ যোগাড় করা হয়। তারপর প্রতিবেদক ওই উপকরণের ভিত্তিতে সংবাদ কাহিনি রচনা করেন। সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে



Scanned by CamScanner